৮.২.২ লোকপাল (Lok Pal)

১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ জনগণের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি সরকারি প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায় যে, বিভিন্ন কাজকর্ম করতে গিয়ে সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, আধিকারিক বা কর্মীদের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন, তখন বহু ক্ষেত্রে তাঁরা উপযুক্ত সাহায্য পাননি। যেসব ব্যক্তি সরকারের সঙ্গে কাজকর্ম করেছেন, তাঁদের মধ্যে ১৪ শতাংশ সরকারি কাজকর্মে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন, ৬ শতাংশ সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা হেনস্থা হওয়ার অভিযোগ এনেছেন, ৪০ শতাংশ সরকারি কাজকর্মে গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন এবং ৪০ শতাংশ মনে করেছিলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত অন্যায়ভাবে কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে সুবিধা দেয়। এই প্রতিবেদনটি লোকসভায় পেশ করার পর বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা হয় এবং কীভাবে সাধারণ জনগণের মনে সরকারি কাজকর্মে যে অভিযোগ সেগুলি দূর করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়।

যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ জনগণ বিভিন্ন অভিযোগ এনে থাকে এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকারের উচিত এই অভিযোগগুলি কীভাবে দূর করা যায় এবং জনগণের মনে সরকার সম্পর্কে কীভাবে আস্থা ফেরানো যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা। এ বিষয়ে যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান সুইডেনে গঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, (১৮০৯), তা হল, 'Ombudsman'। 'Ombud' শব্দটির অর্থ অপর কোনো ব্যক্তির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। Ombudsman এমনই একটি প্রতিষ্ঠান যা সরকার সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অভিযোগগুলি শুনে তা দূর করার চেষ্টা করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই এরূপ একটি ব্যবস্থা ফিনল্যান্ডে (১৯০৯) গড়ে ওঠে। ব্রিটেনে ১৯৬১ সালে আন্তর্জাতিক বিচারক কমিশন 'Whyatt Report' জমা দেন এবং এই প্রতিবেদনের সুপারিশ ক্রমে ১৯৬৬ সালে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টীয় কমিশনের সচিবালয় গড়ে ওঠে ও ১৯৬৭ সালে তা কাজ শুরু করে। ১৯৬২ সালে নিউজিল্যান্ডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিশনের ধাঁচে ওম্বাড্সম্যান ব্যবস্থা আগেই গড়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানটির অনুকরণে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে, সুইডেনে দীর্ঘকাল ধরে 'Ombudsman' যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে, অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে তা অতটা সফল নয়। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আয়ারল্যান্ড, কানাডা, সুইজারল্যান্ডে এবং গায়না, ইজরায়েল, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, পাকিস্তান, বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, অথবা গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। পূর্ব ইউরোপে ও চিনে গণ-প্রকিউরেসি ব্যবস্থা এরূপই একটি বিকল্প ব্যবস্থা।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সুপ্রিমকোর্টের তরফ থেকে কিছু লেখ জারি করার নির্দেশ আছে, সেগুলির মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে সাধারণ ব্যক্তিরা বিচারবিভাগের কাছে মামলা করতে পারে এবং সেক্ষেত্রেও অভিযোগগুলি দূর করার পরোক্ষ দায়িত্ব এসে পড়ে বিচারবিভাগের ওপর। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানাবার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে। অনেক দপ্তরেই অভিযোগ জানাবার জন্য একজন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকও থাকেন। ১৯৬৬ সালে জনগণের অভিযোগ জানাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট অফিস তৈরি হয় যার শীর্ষে রয়েছেন 'Commission for Public Grievances'। ১৯৬৭ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms Commission) তাদের প্রতিবেদনে জনগণের অভিযোগ শোনা এবং দূর করার জন্য একটি দ্বিস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামোর কথা উল্লেখ করে, যার শীর্ষে রয়েছেন লোকপাল। ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় কমিশনারের অনুসরণে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। লোকপালের কাছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে কোনো মন্ত্রীর এবং যে কোনো অধিকর্তা ও কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যাবে। লোকপালের নীচে রয়েছেন, লোকায়ুক্ত, যাঁর কাছে কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যান্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৬৮ সালে সংসদ সদস্য কে. পি. সিং দেও লোকপাল ও লোকায়ুক্ত বিল প্রথম পেশ করেন। ১৯৬৯ সালে বিলটি গৃহীত হলেও ১৯৭০ সালে লোকসভা ভেঙে যাওয়ায় বিলটি ভেস্তে যায়। ১৯৭১ সালে, ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৮৫ সালে এই দ্বিস্তরীয় প্রশাসনিক কাঠামোটি গঠন করার জন্যে কেন্দ্রীয় সংসদে বিল আনা হয়। কিন্তু সে সম্পর্কিত কোনো আইন পাশ হয়নি। পরবর্তীকালে ৯০-এর দশকে কেবলমাত্র লোকপাল গঠনের জন্য একটি আইন পাশ করা হয়; তার মাধ্যমে লোকপালের কাজের চরিত্র নির্ধারণ করা হয়। বলা হয় যে লোকপাল প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং সমস্ত দিক থেকে তাঁর পদমর্যাদা হবে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সমান। প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আস্থা গড়ে তোলার জন্য যাতে নিয়োগটি অরাজনৈতিক হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা আছে এবং যে কোনো অভিযোগ সম্পর্কে কাজ করতে গিয়ে লোকপাল যাতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হন, সেদিকেও লক্ষ রাখার কথা বলা আছে।

১৯৬৮-এর পরে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১ ২০০৫, এবং ২০০৮ সালে বিলটি বারংবার উত্থাপিত হয়। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে সরকার বিলটি আইনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ২০১০ সালে লোকপাল বিল সিলেক্ট

কমিটির সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকাকালীন নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। আন্না হাজারের আন্দোলনের পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেন যে, তিনি ২০১১-এর বর্ষার অধিবেশনেই এই বিল পেশ করবেন। Jan Lokpal Bill বা Citizens Ombudsmen Bill-এর খসড়া তৈরি করেছেন শশিভূষণ, কিরণ বেদী, বিচারক এন. এস. হেগড়ে, অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ভূষণ, প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে. এম. লিংগদোহ্ প্রমুখরা। কেন্দ্রস্তরে লোকপাল ও রাজ্যস্তরে লোক আয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বিলের মাধ্যমে।

নতুন প্রস্তাবিত বিলের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. কেন্দ্রে লোকপাল এবং রাজ্যে লোক আয়োগের প্রতিষ্ঠা ;
২. ক্যাবিনেট সচিব এবং নির্বাচনী কমিশনের দ্বারা লোকপালের তদারকি ; অর্থাৎ, সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা ;
৩. বিচারক এবং সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিকদের দ্বারা বিদগ্ধ, সৎ, স্বচ্ছ লোকপাল নিয়োগ ;
৪. নিয়োগের সময় যথাযথ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা এবং পরে তা গণসমক্ষে পেশ ;
৫. লোকপাল প্রত্যেক মাসে তার দ্বারা বিবেচ্য মামলাগুলি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন এবং কয়েকটি জানবেন ; লোক আয়োগও একই ভাবে পূর্ববর্তী মাসের মামলার খতিয়ান ও কার্যবিধি প্রকাশ করবেন ;
৬. প্রতিটি মামলার তদন্ত এক বৎসরের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং দ্বিতীয় বছরে মামলার বিচার হবে ; অর্থাৎ অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি হবে ;
৭. অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারের ক্ষতি পূর্ণ করবে ;
৮. কোনো নাগরিক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি পরিষেবা না পায়, তাহলে লোকপাল সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে পারে ;
৯. লোকপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ একমাসের মধ্যে তদন্ত হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দুই-মাসের মধ্যে তাকে অপসারণ করা হবে।
১০. CVC (Central Vigilance Commission) এবং CBI (Central Bureau of Investigation) লোকপালের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে-কোনো অধিকর্তা, বিচারক ও রাজনৈতিক নেতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করবে ;

২০১০ সালে লোকপাল বিলে লোকপালের Suo Moto উত্থাপনের অধিকার ছিল না, যা ২০১১ সালের বিলের দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালের বিল অনুযায়ী লোকপালকে যে উপদেষ্টা সংস্থায় সীমিত রাখা হয়েছিল, তার পরিবর্তন ঘটিয়ে ২০১১ সালে লোকপালের হাতে বড়ো মাপের শাস্তির সুপারিশ করার ক্ষমতাও

দেওয়া হয়েছে। বিল অনুযায়ী লোকপালের পুলিসি কর্তৃত্ব আছে এবং FIR করার অধিকারও আছে।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, বহু পূর্বেই পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ওম্বাড্‌সম্যান ব্যবস্থার প্রচলন হয়। প্রশাসনকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলার একটি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে এই সাংবিধানিক সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল। ওম্বাড্‌সম্যান কোনো কোনো দেশে যেমন ব্রিটেন বা নিউজিল্যান্ডে সংসদের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে, কোনো কোনো দেশে ওম্বাড্‌সম্যান নিজেই শাস্তি বিধান করতে পারে, যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে।

ভারতে লোকপালের কথা ওম্বাড্‌সম্যান ধাঁচেই ভাবা হয়েছিল। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন লোকপাল সম্বন্ধে সুপারিশ করে যে, এঁর নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাবে না, সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতোই এঁর মর্যাদা হবে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে ইনি মুক্ত থাকবেন, এঁর নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় থাকবে, আর্থিক লেনদেনের কাজে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক থাকবে না। লোকপাল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং বিচারকদের যেভাবে অপসারণ করা যেতে পারে, তাঁকেও সেইভাবেই অপসারণ করা যাবে। তাঁর কার্যকাল পাঁচবছর, যদিও পুনরায় নিয়োগের সুযোগ থাকবে।

১৯৭৭ সালের লোকপাল বিল প্রায় এই সুপারিশক্রমেই তৈরি হয়েছিল। ১৯৯০ ও ১৯৯৬ সালে এর পর কিছু পরিবর্তন সহ বিল পেশ হয়। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ও এযাবৎ প্রস্তুত বিলগুলির ভিত্তিতে লোকপালের কাজের কয়েকটি বিশেষত্ব চিহ্নিত করা যায়—

- প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা; এমনকি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লোকপালের কাছে অভিযোগ করা যায়।
- সরকারি কর্মচারী ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণের সময়ে নিজের সুবিবেচনা অনুযায়ী কাজ করা।
- অভিযুক্ত অধিকর্তা বা কর্মীকে অভিযোগ সম্বন্ধে জানানো ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া এবং তদন্তের প্রয়োজনে যে কোনো তথ্য চাওয়া।
- নিরপেক্ষভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানো; পাঁচবছরের পুরোনো অভিযোগও লোকপাল গ্রহণ করতে পারেন।
- তদন্তের গোপনীয়তা বজায় রাখা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তদন্ত শেষে প্রতিকারের সুপারিশ করা ও প্রতিকার করা হলে অভিযোগকারীকে জানানো।

- লোকপালের কাজে বিচারবিভাগও হস্তক্ষেপ করে না। লোকপালের বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত হয় এবং তারপর ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যসহ তা পার্লামেন্টে পেশ করা হয়।

লোকপাল নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, প্রতিরক্ষা, বিদেশি আইন, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক বা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। কোনো ব্যক্তির নিয়োগ, বদলি, অপসারণ, বেতন, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়াদি বা কোনো সম্মান বা পুরস্কার সংক্রান্ত কোনো বিষয়াদি, বৈদেশিক সম্পর্ক, বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিষয় লোকপালের এক্তিয়ার বহির্ভূত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ও লোকপালের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

লোকপাল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবেন এই প্রত্যাশা থেকে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ঃ

- সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বা বর্তমান বিচারকদের মধ্যে থেকে লোকপাল ও তাঁর অফিসের অপর দুজন আধিকারিক নিযুক্ত হবেন।
- তাঁর বেতন ও ভাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুজনের বেতন ও ভাতা বিচারকদের সমান হবে।
- লোকপালের বিবেচনাধীনে আছে, এমন কোনো কেস লোকপালের পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে না (8(3), Lok Pal Act, 1990)।
- লোকপাল নিজস্ব সচিবের সাহায্যে কাজ করবেন। শাসনবিভাগীয় সাহায্যের ওপর তিনি নির্ভর করবেন না।

লোকপাল সম্পর্কিত প্রাথমিক আইন গড়ে তোলা হলেও লোকপাল প্রতিষ্ঠানটি ভারতে তেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। বিভিন্ন ধরনের সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সাধারণ জনগণকে বিচারবিভাগের সাহায্যই নিতে হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনোরকম পদক্ষেপই কার্যকর হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকপাল প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

লোকপাল একটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিণাম। সংসদের পরিপূরক সংস্থা হিসেবেই এর অস্তিত্বকে দলমত নির্বিশেষে মেনে নেওয়া উচিত। লোকপালের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁর ওপর কোনোরকম বাহ্যিক চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

৮.২.৩ লোক আয়োগ বা লোকায়ুক্ত

১৯৬৬ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে বলা হয় যে, লোক আয়োগ নাগরিক অভিযোগ প্রতিবিধানের দ্বিতীয় স্তর। এই প্রতিষ্ঠান মন্ত্রী ও সচিব ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবেন।

ভারতবর্ষের কিছু রাজ্যে ওম্বাড্‌সম্যান-এর অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গড়ে তুলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সততা আনয়নের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রশাসক এবং জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সূত্র তৈরির জন্য প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (১৯৬৬) দ্বিস্তরীয় একটি ব্যবস্থার সুপারিশ করে, তথা লোকপাল এবং লোক আয়োগ। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও তাঁর সচিবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা হয় লোকপালে এবং আমলাতন্ত্রের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে লোক আয়োগ তথা লোকসেবা আয়োগে।

লোক আয়োগ প্রধান বিচারপতি ও বিরোধী দলনেতার পরামর্শক্রমে রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত হন।

- লোক আয়োগ সংসদ বা রাজ্য আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না বা কোনো লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।
- লোক আয়োগের কার্যকাল পাঁচবছর এবং লোক আয়োগও পুনর্নিযুক্ত হতে পারবেন।
- অসদাচরণ ও অক্ষমতার জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- লোক আয়োগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন।
- রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁর মর্যাদা ও বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাদি সমান হবে এবং যে কোনো ধরনের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান তিনি করতে পারবেন।
- লোক আয়োগ নিজস্ব সচিব ও প্রশাসনিক সহায়তার মাধ্যমে কাজ করবেন।
- লোক আয়োগের কাজের সুবিধার জন্য লোকপাল কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে পারেন।
- লোক আয়োগের সুপারিশকে লোকপাল কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন না।
- লোক আয়োগ নিজের সুবিবেচনাক্রমে যে অভিযোগ গ্রহণ করবেন, সেই অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি তদন্তের স্বার্থে ডেকে পাঠাতে পারবেন ও প্রয়োজনমতো নথি ব্যবহার করতে পারবেন। মনে রাখা আবশ্যক যে লোকপাল প্রধানমন্ত্রীকেও দায়বদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু লোক আয়োগ মুখ্যমন্ত্রীকে তা করতে পারেন না।
- লোক আয়োগ কার্যপরিচালনায় যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখবেন।
- অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন ও প্রতিকার করা হলে অভিযোগকারীকে জানাবেন।

লোক আয়োগ লোকপালের মতোই দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি তাঁর কাজের বাৎসরিক প্রতিবেদন রাজ্যপালের কাছে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবেন ও রাজ্যপাল তা রাজ্য আইনসভায় পেশ করবেন।

১৯৬৮ সালে পার্লামেন্টে লোকপাল এবং লোকসেবা আয়োগ গঠনের জন্য বিল পেশ হয়। এই বিল পুনরায় পেশ করা হয় ১৯৭১ এবং ১৯৭৭-এ। ১৯৬৮ সালে উভয় কক্ষের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি এই বিল নিয়ে আলোচনা করে। ১৯৭৭ সালে পুনরায় জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে এই বিল যায়। কিন্তু বারবার প্রয়াসের পরও বিলটি সাফল্যের মুখ দেখেনি। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে পুনরায় বিলটি উত্থাপিত হয় এবং যথারীতি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে তা যায় কিন্তু বিশেষ কারণে সরকার বিলটি তুলে নেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৮৯ সালে বিলটি উত্থাপন করে, কিন্তু সরকারের পতনের ফলে তার অপমৃত্যু ঘটে। ১৯৯৬ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর লোকপাল বিল পুনরায় উত্থাপন করা হয় এবং পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতো এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে বিলটি আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সব দলগুলি ঐকমত্য হয়ে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার সপক্ষে মতাদর্শ গড়ে তুলতে না পারলে এই বিল আইনে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়।

রাজ্যস্তরে যে লোকসেবা আয়োগ আছে তা যথেষ্ট আস্থা অর্জন করতে পারেনি। কারণ রাজ্য দলগুলি সক্রিয়ভাবে এর সহায়তায় উদ্যোগী হয়নি। তথাপি ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্র প্রথম লোক আয়োগ গড়ে তোলে। ১৯৭৩ সালে রাজস্থান, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে লোক আয়োগ গড়ে ওঠে, যদিও এগুলির কার্যকারিতা যথেষ্ট প্রচার পায়নি। রাজস্থানের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে ১১৭৩টি এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ১২৪৬টি অভিযোগ গৃহীত হয়, কিন্তু রাজস্থান লোকসেবা আয়োগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ করেনি। বিহারে লোকসেবা আয়োগ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারপর আয়োগ অর্থ সংকটে পড়ে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আয়োগে নিয়োগ সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণীত হয় যাতে বলা হয় যে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচাপতির পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল লোক আয়োগের অধিকর্তা নিয়োগ করবেন। কিন্তু এই লোক আয়োগ যখনই দুজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুনানি করতে যায় তখনই পাটনা হাইকোর্টে লোক আয়োগ নিয়োগ নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং রাজ্যের অর্থ বিভাগ লোক আয়োগকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিবেচনাধীনে আছে।

১৯৮৬ সালে কর্ণাটকে লোকসেবা আয়োগ গঠিত হয়। কর্ণাটকে লোকসেবা আয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রিম ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদা ভোগ করে

চলেছে এবং রাজ্যের শাসন ও আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে একে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এই আয়োগ সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী প্রমুখের বিরুদ্ধে তদন্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি সকল বিষয়েই তদন্তের অধিকার তাঁর আছে। রাজ্য ভিজিলেন্স কমিশনের দায়িত্বও এই আয়োগ পালন করে। বারোটি শাখায় এই আয়োগ কাজ করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় নাগরিকদের অভিযোগ শোনা ও তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা নির্দেশ করা একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস হয়েছে। কিন্তু নানান রাজনৈতিক ও অদৃশ্য কিছু কারণে ভারতে লোকপাল ও লোকসেবা আয়োগের সফলতা অধরা থেকে গেছে। জনপ্রশাসনে দুর্নীতি যত বেড়েছে, জনগণের সঙ্গে প্রশাসনের মানসিক দূরত্বও তত গভীর হয়েছে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কাগুজে প্রতিশ্রুতি হয়ে থেকে গেছে। জনগণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্তৃপক্ষ লোকপাল ও লোকসেবা আয়োগের নামে রাজনৈতিক প্রহসন চালিয়ে গেছে।

ওম্বাড্‌সম্যান বা লোকপাল বা লোকসেবা আয়োগের সাফল্যের পূর্বশর্ত হল প্রশাসনিক দক্ষতা ও কার্যকারিতা। শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ প্রভৃতি যত দুর্নীতি ও অদক্ষতার শিকার হবে, উক্ত পরিষেবাগুলি ততই আরো অকার্যকরী হয়ে উঠবে। বিহারের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক সমস্যা প্রশাসনিক স্তরে সমাধান করা যায় না। রাজনৈতিক সততা ও সদিচ্ছা না থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা যায় না। ভোরা কমিটি ১৯৯৩ সালের রিপোর্টে বলে যে, "the network of Mafia is virtually running a parallel Government and in certain states like Bihar, Hariyana and U.P. these (criminal) gangs enjoy the patronage of local level politicians, cutting accross party lines and the protection of Governmental functionaries." গণতন্ত্রের এই ভয়াবহ পরিণতি গণতন্ত্রকেই প্রায় কবরস্থ করে ফেলেছে। পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা Ethics Committee রাজনৈতিক নৈতিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য চিন্তাভাবনা করে চলেছে; তবে প্রথম প্রয়াস হওয়া উচিত সরকারি স্তরে ও সকল রাজনৈতিক দলের সহমতের ভিত্তিতে। সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায় থেকেই নৈতিকতার প্রাথমিক পাঠ শুরু করা উচিত। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি 'right to information'-এর সুপারিশ করে এবং সুপ্রিমকোর্টেও এই অধিকার যথাযথ স্বীকৃতি